BANGLADESHI JOURNALISTS IN INTERNATIONAL MEDIA

Temporary Address: C/O:Faisal Mahmud, 57/C Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka

www.bjim.org

Email: contact@bjim.com

– অনুচ্ছেদ ১ ব্যতীত বাকি অংশ নির্বাচনসাপেক্ষে পরিবর্তনযোগ্য*

১। **BJIM** সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অলাভজনক একটি সাংবাদিক সংঘ। দল, মত, ধর্ম, লিংগ, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ সকলপ্রকার শ্রেণীবিভাজনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ বিবর্জিত, নির্বিশেষে এর মূল পরিচয় হচ্ছে, এটা সাংবাদিকদের দ্বারা তৈরি, পরিচালিত এবং জন্য একটি সংগঠন। সাংবাদিক হিসাবে আমাদের মূল কাজ সংবাদ পরিবেশনা করা। আপনাকে মনেপ্রাণে একটা জিনিস বিশ্বাস করতে হবে – **MEDIA IS THE FOURTH ESTATE AND NEWS COMES FIRST**. সাংবাদিকতা আমাদের পেশা এবং আমরা পেশাদার সাংবাদিক, এই কথা মনেপ্রাণে ধারণ করতে হবে। BJIM এর সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে আপনি এর একজন গর্বিত সদস্য হতে পারবেন। অবশ্যই মনে রাখতে হবে BJIM এর প্রতিটি সদস্যের সম্মান এই সংগঠন এর অন্যান্য প্রত্যেকের কাছে সমান।

১এ। BJIM এর পূর্ণ সদস্যপদ পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই বাংলাদেশী নাগরিক বা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত হতে হবে। এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন সাংবাদিক হতে হবে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সাংবাদিক ব্যতীত পিআর স্পেশালিস্ট/ম্যানেজার/কমিউনিকেশান এক্সপার্ট/প্রেস মিনিস্টার/সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত/সাংবাদিকতা ও গনযোগাযোগ বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক/শিক্ষিকা ইত্যাদি পোস্টে থাকা সাবেক সাংবাদিকগণ, বা বিশেষ বিবেচনাধীন স্থানীয় গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক BJIM এর পূর্ণ সদস্যপদ পাবেন না। তবে তাঁরা বিবেচনাধীন হয়ে সম্মানিত সদস্য বা Honorary Member বা Associated Member হিসাবে যোগদান করতে পারবেন। পিআর উন্নয়নকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ আইনজীবীদেরও আলোচনাসাপেক্ষে বিজেআইএম এর বন্ধু (Friend of BJIM) হিসেবে Associate Member হবার সম্মাননা দেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১বি। বাংলাদেশের বাইরে বসবাসরত কিন্তু বাংলাদেশী বা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত, আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে কর্মরত পেশাদার সাংবাদিকরাও BJIM এর পূর্ণ সদস্য হতে পারবেন।

১সি। BJIM স্বাধীনভাবে এবং স্বগতিতে চলমান একটি সাংবাদিক সংগঠন। অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে অন্যান্য কোনো সাংবাদিক সংগঠনের সঙ্গে এর কোনোপ্রকার সাংঘর্ষিক অবস্থান নেই। বরং অন্যান্য সাংবাদিক সংগঠন/সংঘের সাথে সম্মিলিতভাবে সাংবাদিকদের বা সমাজের জন্য কল্যাণকর যেকোনো কর্মকাণ্ডের সাথে সাবলীলভাবে কিন্তু নিজস্ব ব্যানারে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি রাখতে ইচ্ছুক। তবে অবশ্যই তা কমিটি দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হতে হবে।

২। জার্নালিস্ট বা সাংবাদিক বলতে আমরা বুঝবো – ব্যুরো প্রধান/রিপোর্টার/করেসপন্ডেন্ট/স্ট্রিংগার/কনট্রিবিউটর/ফটোজার্নালিস্ট/ভিডিও জার্নালিস্ট/মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট/রেডিও জার্নালিস্ট/ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট/ফ্যাক্টচেক জার্নালিস্ট/ব্রডকাস্ট প্রডিউসার/ডেস্কার হতে হবে। তবে ফিক্সার হিসাবে যারা কাজ করেন, তাঁরা পূর্ণ সদস্যপদ পাবেন না, তবে তাঁরা চাইলে ৪ নং নিয়মাবলী সম্পূর্ণ মেনে বিশেষ সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারবেন। তবে তাঁদের ক্ষেত্রেও BJIM এর অন্তত পাঁচজন ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ার সদস্য হতে নেয়া রেফারেন্স থাকতে হবে।

২এ। BJIM এর সদস্যপদ কেবলমাত্র আমন্ত্রণভিত্তিক। কেউ স্বেচ্ছায় এর সদস্য হতে পারবেন না। BJIM এর সদস্য হতে হলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আপনার অবশ্যই ন্যূনতম ০৩ বছরের পূর্ণকালীন বা ০৫ বছরের খণ্ডকালীন সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আপনার বাইলাইন রিপোর্ট/ছবি/ভিডিও/ফ্যাক্টচেকিং/ব্রডকাস্টিং এর সংখ্যা ও আপনার দ্বারা সৃষ্ট সেরা কাজসমূহের প্রমানাদি BJIM এর উপদেষ্টা কমিটির কাছে উপস্থাপন করতঃ আপনি এই সংগঠনে যোগদানের আবেদন করতে পারবেন।

২বি। BJIM এর সদস্য হতে হলে অবশ্যই অন্তত ০৫ (পাঁচজন) BJIM সদস্যের (ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়া হাউজ এর) রেফারেন্স থাকতে হবে।

৩। BJIM এর সদস্য হতে আপনাকে অবশ্যই নিজ দায়িত্বে আপনার প্রতিষ্ঠান/আপনার লাইন ম্যানেজারের কাছ থেকে অফিশিয়াল লেটারহেডে নো অবজেকশান লেটার/রেফারেন্স প্রদান করতে হবে। এবং সেই রেফারেন্স যাচাই করতঃ আপনাকে অফেরতযোগ্য ৳৫০০ টাকা (পাঁচশত টাকা মাত্র) এর বিনিময়ে সদস্যপদ ফরম দেয়া হবে, যা যথাযথভাবে পূরণ করে আপনি BJIM এর কমিটির কাছে পেশ করবেন। অবশ্যই এসময়ে রশিদ বুঝে নিতে হবে।

৪। BJIM এর সদস্য হতে ১-৩ নং নিয়মাবলী অনুযায়ী উত্তীর্ণ হবার পর BJIM কমিটি আপনাকে গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানালে সদস্য ফীস হিসাবে আপনাকে অফেরতযোগ্য ৳১০,০০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র) প্রদান করতে হবে যা BJIM এর নামে খোলা নিজস্ব বিকাশ/ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকবে। অবশ্যই এসময়ে রশিদ বুঝে নিতে হবে। এবং আপনি সদস্য চাঁদা হিসেবে বাৎসরিক মোট অফেরতযোগ্য ৳৬,০০০ (ছয় হাজার টাকা মাত্র) নির্ধারিত BJIM একাউন্ট এ কমিটি ট্রেজারারের মাধ্যমে মাসিক ৳৫০০ (পাঁচশো

টাকা মাত্র) হারে জমা করবেন যা মাসিক/ত্রৈমাসিকভাবে চলতি মাসের ১ হতে ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অবশ্যই এসময়ে ট্রেজারারের কাছ হইতে রশিদ বুঝে নিতে হবে। আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার পাঁচজন রেফারিগণ সমহারে আপনার মোট অফেরতযোগ্য বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করবেন। উল্লেখ্য, এই সকল চাঁদার হার আন্তর্জাতিক মুদ্রা, টাকার মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে প্রত্যেক দ্বিবার্ষিক এজিএম এর সময় পুণঃনির্ধারিত হবে।

৪এ। আটমাসের অধিক সদস্য কিংবা তার রেফারিগণ চাঁদা টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আপনাকে বকেয়াসহ সদস্যপদ নবায়ন এর জরিমানা, সদস্য ফীস এর অর্ধেক, অফেরতযোগ্য ৳২,৫০০ (আড়াই হাজার টাকা মাত্র), প্রদান করা মারফত গ্রহণ করতে হবে। নতুবা সদস্যপদ স্থগিত ঘোষনা করা হবে। তবে এ বিষয়ে নির্বাচিত কমিটির সিদ্ধান্তইই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪বি। কোনো BJIM সদস্য যদি পরবর্তীতে সাংবাদিকতা ছেড়ে ভিন্ন কোনো পেশায় যুক্ত হয়ে যান, তিনি মাসিক অফেরতযোগ্য ৳১,০০০ (এক হাজার টাকা মাত্র) হারে সদস্য চাঁদা মাসিক/ত্রৈমাসিকভাবে পরিশোধ করতঃ BJIM এর বিশেষ সদস্য হিসেবে সংগঠনে থাকতে পারবেন।

৪সি। টানা ১০ বছর যেকোনো ধরণের সদস্যপদ বজায় রাখলে আপনাকে BJIM এর আজীবন সদস্য হিসেবে সম্মাননা প্রদান করা হবে। তবে সেক্ষেত্রেও চাঁদা/ফীস প্রদানের হিসেবে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না।

৫। প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ে একটি অডিট এর মাধ্যমে BJIM এর ফাণ্ড সংক্রান্ত সকল খুঁটিনাটি BJIM এর প্রতিটি সদস্যকে জানানো হবে। নির্বাচিত কমিটির কোষাধ্যক্ষ এই অডিট পরিচালনা করবেন। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং লটারির মাধ্যমে বাছাই করা দুইজন পূর্ণ সদস্য তাকে সহায়তা করবেন। এছাড়াও অনলাইনে একটি ডেডিকেটেড ক্লাউড ড্রাইভে দৈনন্দিন মীটিং/সেমিনার ইত্যাদির খরচের আপ-টু-ডেট রশিদের ছবিসহ টুকে রাখবেন কোষাধ্যক্ষ।

৫এ। BJIM এর যেকোনো প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রশিদভিত্তিক হতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত লেনদেন এর কোনো দায় BJIM নেবে না। BJIM এর ফাণ্ড সংক্রান্ত সকল প্রকার খুঁটিনাটির জন্য নির্বাচিত কমিটির সকল সদস্য প্রচলিত আইনানুসারে দায়ী থাকবেন। তবে দুর্ঘটনা, ছোটখাটো হিসাবকেন্দ্রিক জটিলতা, ছোটখাটো রশিদভিত্তিক জটিলতা উপেক্ষা করা যেতে পারে যা গনভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন বাৎসরিক মীটিং এ উপস্থিত পূর্ণ সদস্যবৃন্দ।

৫বি। প্রতি মাসের নির্ধারিত একটি তারিখে BJIM এর মাসিক মীটিং অনুষ্ঠিত হবে যেখানে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা, পরিচালনা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হবে। সেখানে সব রকম সদস্য উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে যেকোনো বিষয়ে ভোট দিতে পারবেন কেবল উপস্থিত পূর্ণ সদস্যরা।

৫সি। BJIM এর যেকোনো (সশরীরি/অনলাইন) মীটিং এ আলোচিত/পর্যালোচিত আভ্যন্তরীণ আলোচনাদি/পরিকল্পনাবলী বহিরাগত যে কারো সাথে চলমান পূর্ন কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে আলোচনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে সকল সদস্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও তাঁদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা কাম্য।

৫ডি। ভিন্ন যেকোনো সাংবাদিক সংগঠনের চলমান মূল কমিটিতে যেকোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত BJIM সদস্য BJIM এর মূল কমিটি নির্বাচন করতে পারবেন না।

৫ই। BJIM এর মোট ফান্ডের সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ চলমান কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ ত্রয়ের সাক্ষরযুক্ত রশিদের বিপরীতে যৌক্তিক খরচ করতে পারবেন যা অবশ্যই পরবর্তী AGM এ সকল সদস্যের কাছে স্বচ্ছতার খাতিরে explanatory হবে। এর বেশি ফান্ড কোনো যৌক্তিক কার্যাবলিতে ব্যবহার করতে হলে তা পূর্ণ সদস্যদের নিয়ে ডাকা জরুরি মীটিং এ উপস্থিত সদস্যবৃন্দের Spot Voting এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

৫এফ। মূল কমিটির যে কেউ পেশাদার কাজের খাতিরে কিংবা অনিবার্য ব্যক্তিগত কারণবশত যেকোনো মীটিং এ অনুপস্থিত থাকতেই পারেন। যেমনঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি > সাধারণ সম্পাদক > যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এর নেতৃত্বে মীটিং/কমিটি আলোচনা/সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে, সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সভাপতি তাঁদের দায়িত্বগুলো নিজে কিংবা কমিট্রির অন্য কোনো সদস্যদের কাছে বন্টন করতে পারবেন। পরবর্তীতে সেই অনুপস্থিত সদস্যকে কমিটির বাকি সদস্যগণ ‘বুঝিয়া পাইলাম’ লিখিত রশিদের বিপরীতে কার্যাদি বুঝিয়ে দেবেন।

৬। BJIM সদস্য হবেন মূলতঃ তিন প্রকার। পূর্ণ সদস্য, বিশেষ সদস্য এবং সম্মানিত সদস্য। উল্লেখ্য, BJIM এর প্রথম ২৫ (পঁচিশ) জন পূর্ণ সদস্য হবেন সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সকল সদস্যদের মতই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের ক্ষেত্রে, অন্যান্য যেকোনো বৈধ সংগঠনে যোগদানের ব্যাপারে বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ নেই। তবে সাংবাদিকতা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগদান ব্যতীত ভিন্ন কোনো সংগঠনে যোগদানের বা যেকোনো নিমিত্তে তারা স্বেচ্ছায় কখনো স্ব স্ব BJIM সদস্যপদ অন্তত প্রথম চার (০৪) বছরের মধ্যে স্থগিত/ইস্তফা করবেন না এবং নিয়মিত যাবতীয় চাঁদা পরিশোধ করবেন, এই মর্মে তাঁরা অংগীকারাবদ্ধ হবেন।

৬এ। পূর্ণ সদস্যের অধিকার – তিনি কমিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটদান করতে পারবেন। যেকোনো জেনারেল মীটিং এ তিনি ভোটদান ও মতামত প্রদান করতে পারবেন। কমিটির সাথে আলোচনা করতঃ এবং কমিটি যদি এবং কেবল যদি অনুমতি প্রদান করে তবেইই তিনি BJIM এর ব্যানারে/জন্য যেকোনো গঠনমূলক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করতে পারবেন।

৬বি। বিশেষ সদস্যের অধিকার – তিনি টাইব্রেকিং ভোট প্রদান করতে পারবেন। তবে জেনারেল মীটিং এ তিনি কেবলমাত্র পরামর্শ দান করতে পারবেন।

৬সি। সম্মানিত সদস্য – তিনি কমিটি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনার হতে পারবেন। তিনি চলতি কমিটিকে নির্বাচন সময়ের বাইরে যেকোনো সময়ে পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন।

৭। প্রতি ০২ (দুই) বছর অন্তর অন্তর নির্ধারিত সময়ে BJIM এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি চলতি কমিটির দ্বিতীয় বছরের অর্থনৈতিক নিরীক্ষা/ বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হবার দিন ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

৭এ। প্রতিজন পূর্ণ BJIM সদস্য যোকোনো পদে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার অধিকার রাখেন। তবে প্রবাসী BJIM পূর্ণ সদস্যরা বাংলাদেশে তাঁদের বসবাসকালীন অবস্থান অন্তত তিন-চতুর্থাংশ সময় (অন্তত দেড় বছর) নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল নির্বাচন করতে পারবেন।

৭বি। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সদস্য ১, সদস্য ২ – এই সকল পদে স্বাধীনভাবে পূর্ণ সদস্যরা নিজস্ব ম্যানুফেস্ট প্রকাশ করতঃ, মনোনয়ন ক্রয়পূর্বক নির্বাচন করতে পারবেন। একজন দুই এর অধিক পদে নির্বাচন করতে পারবেন না। যেকোনো পদে নির্বাচিত হলে, একজন সদস্য আশু পরবর্তী নির্বাচনে সেই একই পদে দাঁড়াতে পারবেন না। নির্বাচনকালীন সময়ে চাইলে তাঁরা পরামর্শদাতা/উপদেষ্টা হিসেবে যেকোনো BJIM সদস্যকে নিয়োগ দিতে পারবেন।

৭সি। প্রিন্ট - ফটো - ব্রডকাস্ট – এই তিন বিভাগে প্রতিবছর একজন করে মোট তিনজনের একটি BJIM উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে যা BJIM এর সকল পূর্ণ সদস্য গোপন ভোটে নাম প্রস্তাবকরণের মাধ্যমে নির্বাচন করবেন। তবে মূল কমিটির কেউ এই কমিটিতে থাকতে পারবেন না। উপদেষ্টা কমিটির মূল কাজ হবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আগত নতুন সদস্যদের যাচাইবাছাই করতঃ মূল কমিটির কাছে প্রাথমিক সুপারিশ করা।

৮। সদস্যপদ বাতিল হতে পারে যেসকল কারণে –

৮এ। যেকোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যদি গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ উচ্চ আদালতে প্রমাণিত হয় (খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) এবং BJIM এর নিজস্ব তদন্ত কমিটি ঘটনার সন্দেহাতীত সত্যতা পেলে

৮বি। BJIM এর নীতিমালা ও সংবিধান পরিপন্থী কোনো কার্যে লিপ্ত হলে ও তা প্রমাণিত হলে

৮সি। যৌন হয়রানি, ধর্ম বর্ণ গোত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত যেকোনো অনাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এমন কোনো বিষয় প্রমাণিত হলে

৮ডি। BJIM এর নাম এর অপব্যবহার করে কোথাও কোনো আর্থিক/রাজনৈতিক/যেকোনো ধরণের অনৈতিক ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের অভিযোগ প্রমাণিত হলে

৮ই। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থ সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রচার ও প্রসারের অপচেষ্টা করলে ও তা প্রমাণিত হলে

৮এফ। BJIM এর আভ্যন্তরীণ তথ্যাদি/ বিভিন্ন পরিকল্পনাবলী বহিরাগতদের কাছে কমিটির লিখিত ছাড়পত্র ছাড়া আলোচনা করলে ও তা প্রমাণিত হলে

৮জি। সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। সাধারণত তদন্ত কমিটি তৈরি হবে নিম্নরূপেঃ মূল কমিটি সদস্য ১ জন + উপদেষ্টা কমিটি সদস্য ১ জন + সাধারণ পূর্ণ সদস্য ১ জন + সম্মানিত সদস্য ১ জন + অভিযুক্ত সদস্যের মনোনীত সদসয় ১ জন। তদন্ত কমিটি যেকোনো তদন্ত প্রতিবেদন মূল কমিটির নিকট সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জমা দেবেন। তদন্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবার আগে 'তদন্তাধীন সদস্য' এর উপস্থিতিতে বিশেষ মীটিং (সশরীরে/অনলাইনে) ডেকে প্রয়োজনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হবে। পরবর্তীতে নিজস্ব গ্রুপে/সোশ্যাল মিডিয়া পেইজে/ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সদস্যপদ বাতিলের ব্যাপারটি জানিয়ে দেয়া হবে।

৯। BJIM আপনার জন্য কি করবে –

৯এ। স্বচ্ছ,বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরাপদ সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে সবসময় আপনার পাশে থাকবে। বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে আইনী সহায়তা প্রদান করবে।

৯বি। আপনার মানবাধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে শেষ পর্যন্ত আপনার পাশে থাকবে।

৯সি। আপনার যেকোনো মুক্তচিন্তা বা ভালো উদ্যোগের পাশে থাকবে এবং প্রয়োজনে আপনাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার প্রচেষ্টা থাকবে।

৯ডি। আপনার ব্যক্তিগত বা পরিবারের আর্থিক/মানসিক/চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার প্রচেষ্টা থাকবে। উল্লেখ্য, পরিবার বলতে – মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান, আপন ভাই/বোন বোঝানো হয়েছে।

৯ই। BJIM সদস্যবৃন্দ একে অন্যের প্রফেশনাল রেফারেন্স হিসাবে কাজ করবেন। আপনার উচ্চশিক্ষা/ফেলোশিপসহ যেকোন বিষয়ে আপনি BJIM হতে সাহায্যের হাত পাবেন।

৯এফ। সর্বোপরি, আপনি BJIM আপনার ভরসার অন্যতম কেন্দ্রস্থল হবার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করবে।

১০। BJIM এর পরিকল্পনাবলী –

১০এ। বাংলাদেশী সকল সাংবাদিক এর সাংবাদিকতার অধিকার ও ন্যায্য দাবি নিশ্চিত করার একটি বলিষ্ঠ কন্ঠ।

১০বি। বাংলাদেশে সাংবাদিকতার সর্বস্তরে মানোন্নয়নে বিবিধ কর্মশালা পরিচালনা ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজ করা।

১০সি। BJIM সদস্যদের পাশাপাশি বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যান্য দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের সংকটকালীন সহায়তা প্রদান।

১০ডি। সঠিক/স্বচ্ছ/বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের ক্রীড়ানক।

১০ই। সাংবাদিক সমাজ ও অনন্য বৈধ সংগঠনের সাথে (সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও প্রভাববিস্তার ব্যতিরেকে) ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

১০এফ। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কাজ করা সকল পেশাদার বাংলাদেশী সাংবাদিকদের জন্য একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন হিসেবে কাজ করা।

১০জি। স্বচ্ছ, সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রথম ও একমাত্র অগ্রাধিকার – এই নীতিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা।

১০এইচ। সাংবাদিকতার ওপর আগত যেকোনো প্রকার বাহ্যিক হুমকিধামকি, মামলা হামলা প্রতিহত করতে একে অন্যের ঢাল হিসেবে কাজ করার শপথ নেয়া।

১০আই। BJIM এর কোনো সদস্যের অকাল প্রয়াণে তাঁর পরিবারের যেকোনো বিপদে আপদে পাশে থাকা।

১০জে। নবীন বাংলাদেশী সাংবাদিকদের অনুপ্রাণিত করতে BJIM ফেলোশিপ প্রদান করা।

১০কে। বাংলাদেশ নিয়ে জাতীয় মিডিয়ার প্রিন্ট/অনলাইন/ব্রডকাস্ট রিপোর্টিং এ অসাধারণ কাজের জন্য BJIM Awards প্রদান।

১১। সাধারণ নির্বাচন, সম্মানিত সদস্য নির্বাচন, সদস্য ফীস এবং মাসিক চাঁদার হার নির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত বাকি সকল প্রকার প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা থাকবে নির্বাচিত কমিটির কাছে।

১১এ। কমিটি চাইলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে/গণভোটের মাধ্যমে অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে যেকোন গঠনমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। সেটা হবে কমিটির নিজস্ব সিদ্ধান্ত।

১২। চূড়ান্তকৃত BJIM সংবিধান প্রয়োজননানুসারে পরিবর্তনযোগ্য। তবে তা সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংকলনের ক্ষেত্রে কমিটিকে অবশ্যই গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। গণভোটে সর্বনিম্ন ৫১ শতাংশ ভোট এর পক্ষে রায় ঘোষিত হবে।

১৩। কমিটির বিরুদ্ধে যে কোনো/একাধিক সদস্য প্রাসঙ্গিক ও লিখিত অনাস্থা অভিযোগ আনতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তাকে/তাদেরকে লিখিত আকারে অভিযোগ মাসিক মীটিং এ সকল সদস্যের কাছে উত্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে কমিটি কিংবা এর অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের পক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ পূর্ণ সদস্যের ভোট দ্বারা তাঁদের অভিযোগ সমর্থিত হলে কমিটি বা সেই সদস্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাঁর ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা উপদেষ্টা কমিটির নিকট বুঝিয়ে দিয়ে পদত্যাগ করবেন। অভিযোগ (যদি সম্পূর্ণ কমিটীর বিরুদ্ধে হয়) সমর্থিত হবার মাসিক মীটিং এই সকল সদস্যের ভোটে একটি তিন-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনকালীন কমিটি গঠিত হবে। কমিটীর এক বা একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমর্থিত হলে সেই পদের জন্য বাকি কমিটি সদস্যরাই নির্বাচনকালীন কমিটী হিসেবে কাজ করবেন। তবে অনাস্থা অভিযোগ সম্পূর্ণ কমিটির বিরুদ্ধে গেলে সেসময়ে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে উপদেষ্টা কমিটীর ওপর।

১৩এ। নির্বাচনকালীন কমিটি মাসিক মীটিং এর দিন হতে গোণা ৩১তম দিন হতে উপদেষ্টা কমিটির সাথে যুক্ত হয়ে সংগঠনের প্রাত্যহিক কাজে সহায়তা করবেন। তবে উপদেষ্টা/নির্বাচনকালীন কমিটি নতুন সদস্যপদ বিতরণ করার এক্তিয়ার রাখবেন না। যেকোনো প্রকার সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক পরিবর্তন আনার এক্তিয়ারও উপদেষ্টা/ নির্বাচনকালীন কমিটির নেই। নির্বাচনকালীন কমিটি মাসিক মীটিং এর দিন হতে গোণা ৪০তম দিনের মধ্যে তফসিল ঘোষণা ও মনোনয়নপত্র বিক্রয়ের কাজ শুরু করবেন। মনোনয়নপত্রের মূল্য নির্ধারন হবে পদভিত্তিতে, সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে। মনোনয়নপত্র বিক্রয়ের টাকা দিয়েই নির্বাচনের আয়োজন করা হবে। তিনজন সম্মানিত সদস্যকে নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত করে তাঁরা সর্বোচ্চ ৬০তম দিনের মধ্যে নির্বাচন করবেন এবং একই দিনে বিজয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনকালীন কমিটি সদস্যরাও নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে পারবেন।

১৩বি। BJIM প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে কর্মরত বাংলাদেশি সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান। কোনো মিডিয়া হাউজের এডিটরিয়াল পলিসি অবশ্যই BJIM এর মাথাব্যথা নয়। কোনো BJIM সদস্য যদি তাঁর পেশাদারি কাজ (রিপোর্টিং, ছবি, ফ্যাক্টচেক, ভিডিও প্রতিবেদন ইত্যাদি) করে থাকেন, তাঁর পূর্ণ দায়িত্ব ব্যক্তি হিসেবে তিনি নিজে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করবেন। এজন্য কোনোভাবেই BJIM বা এর অন্যান্য সদস্য (সদস্যদের ক্ষেত্রে জয়েন্ট ওয়ার্ক এর স্বীকারপত্র দাখিল না করলে) কোনোরূপে দায়ী থাকবেন না। তবুও, যদি সত্যনিষ্ঠ রিপোর্টিং এর জন্য BJIM এর কোনো সদস্য যে কারো দ্বারা (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/রাষ্ট্র ইত্যাদি) যেকোনো রূপ হয়রানির শিকার হন তবে BJIM এর কার্যকরী কমিটি স্বউদ্যোগে সেই সদস্যের জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

১৩সি। BJIM এর সদস্যদের কারো কারো নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ, ভিন্নমত, রেষারেষি থাকতেই পারে। সেসবের কোনো দায়ই BJIM নেবে না। যেহেতু BJIM কোনো শালিশী সংগঠন নয় তাই ব্যক্তিগত বিরোধ, ভিন্নমত, রেষারেষি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে অবশ্যই, ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সদস্যপদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

১৪। BJIM এর অনলাইন উপস্থিতির ক্ষেত্রে – ফেসবুক, টুইটার এবং নিজস্ব ওয়েবসাইট এ BJIM এর কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন কর্মসূচী সংক্রান্ত লেখা, ছবি ও বিভিন্ন কনটেন্ট প্রকাশ করা হবে। পরবর্তীতে কনটেন্ট সংক্রান্ত একটি সম্পূর্ণ আলাদা কমিটি গঠন করা হবে যারা নির্বাচিত কমিটির সাথে একত্রিত হয়ে কনটেন্ট শেয়ারিং এর ব্যাপারে কাজ করবেন একজন মিডিয়া সমন্বয়ক সদস্যের অধীনে।

১৫। সদস্যপদ হতে ইস্তফা দিতে চাইলে – BJIM একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও ভ্রাতৃপ্রতিম একটি সাংবাদিক সংগঠন যেখানে একে অন্যের কল্যাণের জন্য কাজ করা/কল্যাণ কামনা করা ব্যতীত অন্য কোনো ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই। আমরা কেউই চাইবো না আমাদের কোনো সদস্য আমাদের ছেড়ে চলে যাক। তারপরেও, কোন সদস্য (প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ ব্যতীত) BJIM এর সদস্যপদ হতে যে কোনো সময়ে ইস্তফা প্রদান করতে চাইলে কারণ ও প্রয়োজন উল্লেখকরতঃ নির্বাচিত কমিটির কাছে দরখাস্ত করবেন। পূর্বের বকেয়াসহ চলতি মাসের চাঁদা এবং বকেয়া থাকলে সদস্য ফীস প্রদান করতঃ তিনি BJIM এর সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারবেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে তিনি BJIM, এর কোনো কমিটি সদস্য বা যেকোনো সদস্যের কাছে কোনো প্রকার সংগঠন সংক্রান্ত আর্থিক দাবিদাওয়া রাখতে পারবেন না।

১৫এ। কোনো সদস্য সদস্যপদ একবার ত্যাগ করলে পরবর্তীতে আর সদস্যপদের জন্য আমন্ত্রণ পাবেন না।
১৬। কোনো সদস্য যদি রেজিস্টার্ড বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক মানসিক ভারসাম্যহীন বিবেচিত হন, দীর্ঘদিনের চিকিৎসার কারণে কিংবা নির্বাসনের কারণে পেশার বাইরে চলে যেতে বাধ্য হন কিংবা ইহলোক ত্যাগ করেন তাহলে কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ তাঁকে 'বন্ধুপ্রতিম সদস্য' হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। প্রয়াত বন্ধুপ্রতিম সদস্যের জন্য অবশ্যই BJIM বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলীর আয়োজন করবে এবং তার পরিবারের সর্বোপরি সহযোগিতায় সর্বোচ্চ সহায়তা করার চেষ্টা করবে। কাউকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সহায়তা প্রদানেও BJIM সদস্যরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। বলা বাহুল্য, বন্ধুপ্রতিম সদস্যের জন্য সকল প্রকার ফীস ও চাঁদা মওকুফ থাকবে।
১৬এ। ছয় মাসের অধিক কোনো BJIM সদস্য যদি যোগাযোগের বাইরে থাকেন এবং তাঁর পরিবার যদি তাকে কখনো অন্তর্ধান/নিখোঁজ হয়েছেন বলে জানান, তাহলে তাঁকেও সাময়িক (ফিরে না আসা পর্যন্ত) বন্ধুপ্রতিম সদস্য ঘোষণা করা হবে।, তাঁর খোঁজ চালানোর জন্য সকল প্রকার আইনী, মানবাধিকার সংক্রান্ত সহায়তা BJIM তাঁর পরিবারকে করবে। প্রয়োজন ও সাধ্য মোতাবেক তাঁর পরিবারকে আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক সহায়তা করবে। নিখোঁজ সদস্যের জন্য মূহুর্মুহু BJIM বিবিধ যৌক্তিক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করবে। এই সদস্যের জন্য সকল প্রকার ফীস ও চাঁদা মওকুফ থাকবে।
১৭। অর্থ যেকোনো সংগঠন এর চালিকাশক্তি। BJIM এর বিভিন্ন প্রচলিত আইনে বৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্পন্সর, ডোনেশন এবং আর্থিক সহায়তা আদায় করতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে স্পন্সর, ডোনার, দাতা ইত্যাদির সাথে স্পষ্ট, লিখিত ভাষায় উভয়পক্ষের সাক্ষরিত দলিলাদিতে উল্লেখ থাকভে যে – BJIM কৃতজ্ঞতা ও ক্ষেত্রবিশেষে নাম উল্লেখকরণ ব্যতিরেকে এর কোনো সদস্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর সাথে রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত লাভজনক কোনো নতুন উদ্যোগ গ্রহণ বা অনৈতিক/BJIM এর নীতি পরিপন্থী কাজ করতে পারবেন না। তেমনি স্পন্সর বা ডোনার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও স্পষ্ট লিখিত দলিলাদিতে কৃতজ্ঞতা ও ক্ষেত্রবিশেষে নাম উল্লেখকরণ ব্যতিরেকে BJIM এর থেকে অতিরিক্ত কিছু আশা না করার ব্যাপারটি জানাতে হবে। অবশ্যই প্রদানকৃত সহায়তা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বৈধ উপার্জন হতে প্রদত্ত - এ নিমিত্তে লিখিত প্রদান করতে হবে। অন্যথায় এর যেকোনো রূপ আইনগত/সামাজিক/অর্থনৈতিক দায় কোনোভাবেই BJIM এবং/কিংবা এর কোন সদস্য নেবেন না।
১৭এ। BJIM এর যেকোনো অনুষ্ঠানাদি হতে আয়কৃত/বেঁচে যাওয়া/অখরচকৃত অর্থ/বাজেট ইত্যাদি BJIM এর নিজস্ব ফাণ্ডে জমা হবে।
১৭বি। যে সদস্য স্পন্সর/ডোনার/দাতা ইত্যাদি হতে ফাণ্ড সফলতার সাথে নিয়ে আসবেন, সেই সদস্যকে ধন্যবাদজ্ঞাপন স্বরূপ আনীত মোট ফাণ্ডের ২% (সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত) প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত সদস্য চাইলে সেই ধন্যবাদ ফাণ্ড নিতে পারেন, BJIM ফাণ্ডে দান করতে পারেন কিংবা দাতব্য কোনো কাজেও ব্যয় করে দিতে পারবেন, যা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে ফাণ্ড কার মাধ্যমে এসেছে তা অবশ্যই স্পন্সর/ডোনার/দাতা কর্তৃক স্বতঃসিদ্ধ হতে হবে যাতে তা নিয়ে সদস্যবৃন্দের মধ্যে কোনো গোলযোগ সৃষ্টি না হয়।
১৮। BJIM এর যে কোনো অনুষ্ঠানে কোনোপ্রকার প্রধান অতিথি থাকবেন না। অনুষ্ঠানাদিতে এক/একাধিক বিশেষ অতিথি থাকতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আতিথ্য প্রদানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে।
১৯। BJIM বা বহিরাগত কেউইই এ সংগঠন এর বিলুপ্তি ঘোষণা করতে পারবেন না। কেবলমাত্র ১০০ ভাগ পূর্ণ সদস্যদের সম্মতিতে সংগঠন বিলুপ্তি ঘোষণা সম্ভব। সেক্ষেত্রে, দুই মাসের মধ্যে ডাকা একটি অডিটের মাধ্যমে তৎকালীন নির্বাচিত কমিটির দায়িত্বে ও বাকি সকল সদস্যের উপস্থিতিতে সংগঠনের সংগৃহিত সকল তহবিল ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত কল্যাণমূলক কোনো ট্রাস্টে অনুদান করে দেয়া হবে। তবে উল্লেখ্য, অন্তত যদি দুইজন পূর্ণ সদস্য BJIM বিলুপ্তিতে অসম্মতি জানান, সেক্ষেত্রে সংগঠন বিলুপ্তি ঘোষণা করা আইন দ্বারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হবে।

[*সদস্যদের সম্মতিক্রমে পরিবর্তন, সংকলন, পরিমার্জনযোগ্য এবং অবশ্যই পরিবর্তিত সংবিধান নোটারি পাবলিক করতে হইবে]]

Drafted by Sam Jahan 16 October 2022
Finalised on 28 January 2024